তারিখ ... 22 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৫

যুগান্তর

লন্ডনে ১৮ কলেজের লাইসেন্স স্থগিত বাংলাদেশীসহ বহু ছাত্র বিপাকে

গোলাম মোস্তফা ফারুক, লন্ডন থেকে

অনুসন্ধানে ভুয়া কলেজ নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তুরিত গজিয়ে ওঠা ১৮টি কলেজের লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে সরকার। এতে বাংলাদেশীসহ বহু ছাত্র বিপাকে পড়েছেন। এসব কলেজ এখন থেকে আর নতুন ছাত্র আনার আবেদনের জন্য ভিসা লেটার প্রদান করতে পারবে না। এর আগে যারা এসব কলেজের অফার লেটার নিয়ে ব্রিটেনে পড়তে এসেছেন, লাইসেন্স স্থগিত হওয়ার কারণে তারাও পড়েছেন বিপাকে। মঙ্গলবার থেকে লন্ডনে বাংলাদেশী ছাত্রদের মুখে মুখে তাদের কলেজের লাইসেন্স হারানোর খবর উড়তে থাকে। পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় সদ্য গজিয়ে ওঠা এসব কলেজ ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে বাইরে থেকে ছাত্র আনাসহ অনিয়মের আশ্রয় নেয়ায় সরকার তাদের লাইসেন্স স্থগিত করে। হোম অফিসের টিআর-৪ রেজিস্টার্ড স্পন্সর তালিকা থেকে এসব কলেজের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে এসব কলেজের মাধ্যমে আসা ছাত্রছাত্রীরা সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। যেসব ছাত্রের ভিসার মেয়াদ কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে এবং যারা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন, তারা বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। লাইসেন্স স্থগিত হওয়া কলেজ থেকে ইতিমধ্যে যারা ভিসা লেটার নিয়েছেন, কিন্তু এখনও ভিসা পাননি বা যারা ভিসা পেয়েছেন তবে

বিপাকে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

বিপাকে : লন্ডনে

(২০ পৃষ্ঠার পর)

এখনও ব্রিটেনে এসে পৌঁছাননি তাদের সবাই কলেজের লাইসেন্স বাতিলের কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ওইসব কলেজের লাইসেন্স পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত কোন ছাত্র ব্রিটেনে আসতে পারবেন না। মঙ্গলবার এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর যেসব ছাত্র বাংলাদেশ থেকে হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন, বাতিল হওয়া কলেজের তালিকায় ওইসব ছাত্রের কলেজের নাম থাকায় তাদের বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয় বাংলাদেশে। এসব কলেজের পরিচালকদের কেউ কেউ কলেজ ব্যবসার নামে আদম ব্যবসায়ও জড়িয়ে পড়েন। যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাত্র আনার অনুমতি কর্তৃপক্ষ প্রদান করেছিল সে ক্ষেত্রে ভুয়া কাগজপত্র প্রদান, ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র আনা, কলেজ মানসম্মত না হওয়া বিষয়ে অনেক ছাত্রই কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। ছাত্র ভর্তির নামে বাইরের দেশ থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ছাত্রদের ভিসা লেটার প্রদান করে ওই কলেজ ব্যবসায়ীরা প্রতারণা করেছেন। মিথ্যা আশ্বাস আর ভালো কলেজের স্বপ্ন দেখিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে তারা হাতিয়ে নিয়েছেন হাজার হাজার পাউন্ড। স্বপ্নের দেশে পাড়ি জমিয়ে ছাত্ররা যখন প্রতিশ্রুত কিছুই দেখতে পাননি তখন তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কলেজে বসার স্থান নেই, যেভাবে কলেজ বলা হয়েছিল তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই। কেউ কেউ আবার চাকরির আশ্বাসও ছাত্রদের দিয়েছেন হোম অফিসের ভিসা পয়েন্ট বেইজড সিস্টিমের অধীনে। ছাত্রদের ভিসা প্রদানের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির স্পন্সরশিপ লাইসেন্স থাকতে হবে। যেসব কলেজের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে, ওইসব কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ পর্যায়ে তারা অন্য কলেজে ভর্তি হয়ে ভিসার আবেদন করতে পারবেন, কিন্তু এত অল্প সময়ে নতুন আরেকটি কলেজে ভর্তির অনুমতি পাওয়া সহজলভ্য নয়। দ্রুত ভর্তি হওয়া যায় এমন কলেজের মধ্যে অনেকেরই লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই সহজে অন্য উপায় অবলম্বন করে যারা ওইসব কলেজের মাধ্যমে ব্রিটেনে পড়তে এসেছিলেন, তারা উভয় সংকটে পড়েছেন। এদিকে সম্প্রতি দুই বাঙালি কলেজ পরিচালককে ভুয়া কলেজ পরিচালনা, প্রতারণা, অব্যবস্থাপনা এবং নগদ অর্থ রাখার কারণে ২৫ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। ক্রয়ডনের একটি আদালত দুই বাঙালিসহ সাতজনকে এ দণ্ডাদেশ প্রদান করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড হাতিয়ে নেয়া এবং বেআইনি ইমিগ্রেশন পরামর্শ দেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। মিলিয়ন পাউন্ড বিছানার নিচে পাওয়ার কারণে শাস্তি হয়েছে এদের। ইউকে বর্ডার এজেন্সি তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের একজনের বিছানার নিচ থেকে ২.৬৫ মিলিয়ন পাউন্ড নগদ উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত দুই বাঙালি হচ্ছেন খালেদ মাহমুদ ও তারেক মাহমুদ। অভিযুক্তদের দু'জন সাউথইষ্ট লন্ডনের রদারহাইটের একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দু'জনকে অতিরিক্ত চার বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তারা ভুয়া কলেজ বানিয়ে বিভিন্ন ধরনের কোর্সের জাল কাগজ সরবরাহ করতেন। এসব সার্টিফিকেটের বিনিময়ে তারা ভুয়া ছাত্রদের কাছ থেকে হাজার হাজার পাউন্ড আদায় করেছে। এসব সার্টিফিকেটে ছাত্রদের ভিসা পেতে কাজে লাগত। এসব কারণে ইতিমধ্যেই বেশকিছু কলেজকে এ-গ্রেড থেকে বি-গ্রেডে নামিয়ে নেয়া হয়েছে। অন্য কলেজগুলোকেও কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করছে। দোষী সাব্যস্ত হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপরদিকে ইতিমধ্যেই যেসব কলেজের অনুমোদন বাতিল হয়েছে এর অনেকগুলোই আপিল করেছে। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, আপিলের পর আবার তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে পারবেন।